ওয়াসার স্যুয়ারেজ দিয়ে অনবরত নির্গত হচ্ছে বিষাক্ত পানি। নদীর পানি আলকাতরাকে হার মানিয়েছে। দুর্গন্ধময় নদীর পানির সাথে চলছে নিত্য বসবাস। প্রতিবাদমুখর এলাকাবাসী

আলকাতরা রঙের পানি

অসচেতনতা ও দায়িত্বহীন কর্মকান্ডের কারণে ঢাকার অদূরে তিনটি নদীর পানি বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। থেমে গেছে নদীকে ঘিরে গড়ে ওঠা এলাকাবাসীর অর্থনৈতিক কার্যক্রম। ঘটতে যাচ্ছে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়। উদাসীন পরিবেশ অধিদপ্তর। নীরব নদী দূষণের জন্য দায়ী ওয়াসা ও ডিসিসি... সরেজমিনে নদী এলাকা ঘুরে এসে প্রতিবেদন লিখেছেন জয়ন্ত আচার্য

'গাঙ্গের পানি আলকাতরার মত কাল হয়ে গেছে। পানি পচে গন্ধ বের হচ্ছে। পেটের জ্বালায় তবু গাঙ্গে নাও চালাই। পেট ব্যথা করে। পানিতে গা চুলকায়। করুম কি? এই দুঃখ কহন যায় না। আমরা বারোগ্রামের মানুষ এক হয়ে রামপুরার ওয়াসার স্যুয়ারেজ লাইন বন্ধ করে দিমু। আমাগো তো বাঁচন লাগবো।' ক্ষোভের সাথে এ কথাগুলো বললেন মাঝি আকবর আলী। নান্দী গ্রাম তার বাড়ি। গত এক যুগ ধরে বালু, দেবধোলা, নড়াই নদীতে সে নৌকা বায়। তিনটি নদীর মারাত্মক দূষণের কারণে ঢাকার অদূরে বারো গ্রামের প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। প্রতিদিনই বাড়ছে দূষণ। ওয়াসার তিনটি লাইনের স্যুয়ারেজ দিয়ে অনবরত নদীতে পড়ছে বর্জ্য। তেজগাঁও এলাকার শিল্প বর্জ্য ও সিটি কর্পোরেশনের নির্গত বর্জ্য অনবরত দূষণ করে চলছে তিনটি নদীকে। হারিয়ে গেছে নদীর মাছ। নদীকে ঘিরে গড়ে ওঠা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে পড়েছে। বেকার হয়ে পড়ছে কয়েক হাজার কর্মক্ষম মানুষ। পরিবেশবিদরা এলাকায় মারাত্মক

স্বাস্থ্যহানি ও পরিবেশ বিপর্যয়ের আশংকা করছে।

ডেট লাইন : ২৩ মার্চ

ঢাকার এক প্রান্তের জনপদ মাদারটেক। অপরিকল্পিতভাবে ক্রমেই ঘটছে নগরায়ণ। মাদারটেক বাস স্টপেজ থেকে একটি সরু রাস্তা চলে গেছে ত্রিমোহনী। রাস্তার পাশ দিয়ে বইছে একটি খাল। অপ্রশস্ত এই খাল দিয়ে রামপুরার ওয়াসার স্যুয়ারেজের ময়লা নির্গত হচ্ছে ত্রিমোহনীতে। ত্রিমোহনী বালু, নড়াই, দেবধোলা নদীর মিলনস্থল।

'আমাদের অসচেতনতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে নদীগুলোর পানি দূষিত হয়ে চলছে। নদীর দূষণ প্রতিরোধে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে'

—অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সাঈদ

ত্রিমোহনীর পানি এখন দূষণের সব মানমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। দারুণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ চারদিকে। নদীর পানি থেকে বের হচ্ছে ভীষণ দুর্গন্ধ। বাতাসে দম নেয়া বেশ কষ্টসাধ্য। এর মধ্যেই চলছে জন জীবন। ত্রিমোহনী ঘেঁষে গড়ে উঠেছে বাজার। নদীর ওপর বাঁশের বড় কয়েকটি সাঁকো। ২০/২৫টি ইঞ্জিনচালিত নৌকা অপেক্ষা করছে যাত্রীর জন্য। ঢাকার অদূরে এই জনপদে নৌকা এখনও একমাত্র বাহন।

নৌকাযোগে নদীর মাঝখানে গিয়েও দেখা গেল পানি ভীষণ দুর্গন্ধময়। নদীর পাশ দিয়ে গড়ে উঠেছে বাড়ি। দেবধোলাই নদীর পাশেই নাসিরাবাদ গ্রাম। এ গ্রামে দীর্ঘদিনের অধিবাসী হাজি আজিজ উদ্দীন। বাড়িতে ৬০/৭০ ঘর গৃহস্থ। এ বাড়ির বৃদ্ধা ঝানু বিবি ২০০০কে বললেন, সন্ধ্যা হলেই বাইরে বসা যায় না। ঝাক ঝাক মশা এসে হামলা করে। ধূপধনায়ও কোনো কাজ হয় না। মশার জন্য রাতে বাড়ির গরুগুলো ছটফট করে। বাচ্চারা রাতে শ্বাসকষ্টে ভোগে। হাঁস-মুরগিগুলো নদীর পানি খেয়ে মরে যাচ্ছে। গতকাল বাড়ির একটি গরু মারা গেছে। এ বাড়ির গোয়াল ঘরের গরুগুলো অসুস্থ হয়ে পড়ছে। নদীর দূষিত পানিতে এলাকার ঘাসও বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

নাসিরাবাদ গ্রামে কয়েকটি বাড়িতে ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। গ্রামবাসী জানায়, এই টিউবওয়েল থেকেও পানি বেশি ওঠে না। তাই নদীর এই দুর্গন্ধ পানিতেই গোসল করতে হয়। গ্রামবাসী বিকল্প না পেয়ে এ নদীর পানিই ব্যবহার করছে। ফলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে চর্মরোগ।

নড়াই নদীটি বেশ সরু। নদীটির দুই প্রান্ত তুরাগ ও বালু নদীতে মিশেছে। এই নদীর দুই পাশেও গড়ে উঠেছে বাড়ি।

বাড়ির কাঁচা পায়খানাগুলো নদীর ওপর গড়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি বাড়িতে এ ধরনের পায়খানা রয়েছে। এ নদীতে ভেসে যেতে দেখা যায় মরা গরু। স্থানীয় মানুষের ধারণা, মরা গরু নদীতে ফেললে নদীর পানি পরিষ্কার হয়। তাদের এ ভুল ধারণার কারণে নদীর পানি আরো দূষিত হচ্ছে।

বালু নদী শীতলক্ষ্যা নদীর শাখা। দেড় দশক আগেও বালু নদীর পানি ছিল টলটলে। দারুণ স্বচ্ছ। অপ্রশাস্ত অথচ গভীর এই নদীর সমস্ত পানি দূষণের কারণে কালো হয়ে গেছে। শীতলক্ষ্যার পানিও দূষণ করছে। বালু নদী চলছে দখলেরও প্রক্রিয়া । বালু নদীর কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে দাসেরকান্দি গ্রাম। এ গ্রামের এক সময় সব মানুষের পেশা ছিল মাছ ধরা। মাছ বেচা। এখন জেলে পল্লীর মানুষগুলো বেকার হয়ে পড়েছে। বড় বড় জালগুলোকে তারা উঠিয়ে রেখেছে মাচায়। অথচ নদীর মাছ ধরে সারা বছর তারা সচ্ছলভাবে পরিবার চালাতো। এই গ্রামের ছেলে আনন্দ মোহন রাজবংশী। জেলে পরিবারের সন্তান হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই জড়িয়ে পড়ে নদীর সাথে। মাছ ধরা ছিল তার জীবিকা। নদীতে এখন মাছ নেই। যুবক অনন্দ মোহন রাজবংশী এখন বেকার। তিনি ২০০০কে বলেন, নদীতে মাছ নেই। এ কারণে মাছ ধরা ছেড়ে দিয়েছি। পূর্বপুরুষের পেশা। ছাড়তে ইচ্ছে হয় না। কি আর করবো। বৃদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র রাজবংশীর বয়স ৭০ বছর। সারা জীবনই মাছ ধরে বিক্রি করেছেন। এখন নদীর দুর্গন্ধ পানিতে খেয়া বায়। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি ২০০০কে বলেন, 'এই নদী থেকেই আমি বড় বড় রুই, কাতল ধরেছি। বলদা চিংড়িও থাকতো নদীতে। নদীর মাছ কাওরান বাজার, হাতিরপুল, নিউ মার্কেটে নিয়ে বিক্রি করতাম। অনেক টাকা পেতাম। গ্রামের মানুষ এক সময় মাছ আর খেতে চাইতো না। কিভাবে সব শেষ হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। জীবিকার সন্ধানে জেলে পরিবারের অনেকেই গ্রাম ছেড়েছে । কেউবা ছেড়েছে দেশ। জেলে পল্লীর একটি বাড়িতে সব পরিবারই চলে গেছে। সেখানে উঠেছে নতুন পেশার মানুষ। মোহন রাজবংশী এখন কাওরান বাজার থেকে মাছ কিনে এনে এলাকায় বিক্রি করে।

ত্রিমোহনী এলাকায় এখনো রয়েছে দুটি বেদে নৌকা। বেদের মেয়ে ঝানু ২০০০কে বলেন, 'নদীর মধ্যে গত ১৫/২০ বছর ধরে বাস করছি।

রাজধানীর পাশেই বাঁশের সাকো দিয়ে নদী পারাপার!

নদীর পানিতে থাকি। তবে এখন নদীর পানিতে থাকতে খুব কষ্ট হয়।' এলাকাবাসী জানায়, 'ত্রিমোহনী এলাকায় সারা বছরই কয়েকশ' বেদে নৌকা থাকতো। আজ তা হারিয়ে গেছে।' নান্দী গ্রামের প্রবীণ হাজি আকমল আলী ২০০০কে বলেন, 'ত্রিমোহনীতে একসময় প্রচুর ঝিনুক পাওয়া যেত। ঝিনুকে থাকতো মুক্তা। ব্রিটিশ আমলে এ মুক্তা বিদেশে বিক্রি হত।

এলাকায় এক সময় প্রচুর ফসল হত। এখন ফসল হয় না। জমির ধান গাছ দ্রুত বড় হয়। ধান আসার সময় গাছের গোড়া মরতে থাকে। কৃষক ফসল ঘরে তুলতে পারে না। নদী দূষণের কারণে প্রতি বছর এলাকার প্রায় ৫০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা গেছে, নদীর পানি দূষিত হবার অন্যতম কারণ ওয়াসার স্যুয়ারেজের নির্গত তরল বর্জ্য। তেজগাঁও শিল্প এলাকা থেকে নির্গত শিল্প বর্জ্য। এলাকাবাসীর অসচেতনতা নদী দূষণকে ত্বরান্বিত করেছে।

নব্বই দশক থেকে ওয়াসার স্যুয়ারেজের পানি নদীতে নির্গত হতে থাকে। এলাকাবাসী এই পানি পেয়ে বেশ খুশি হয়। তারা এই পানিকে জমি উর্বর করতে ব্যবহার করতো। স্যুয়ারেজের পাশ দিয়ে নালা কেটে নিয়ে যেত। এখন দূষিত পানি তাদের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। নদী দূষণ ছাড়াও নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত বারো গ্রাম। গত পনের বছর ধরে এলাকায় স্থানীয় সরকার নির্বাচন হয় না। ইউনিয়নের জায়গা নির্ধারণ নিয়ে একযুগ ধরে আদালতে মামলা চলছে। ফলে দেড় যুগ আগে নির্বাচিত চেয়ারম্যানরা এখনও স্বপদে বহাল রয়েছে।

'নদীর পানির এমন কালো রং পৃথিবীর কোথাও নেই। আমরা নিজেরাই প্রবহমান তিনটি নদীকে ধ্বংস করছি। ডেকে আনছি মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়'

——— অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ

অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ডঃ বদিউল ইসলাম মজুমদার, হাসিনা বানু, ওয়াসার চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম। চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এলাকাবাসীর কাছে ওয়াসা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আশ্বাস দেন।

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, আমাদের অসচেতনতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে নদীগুলোর পানি দূষিত হয়ে চলছে। নদীর দূষণ প্রতিরোধে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ বলেন, নদীর পানির এমন কালো রং পৃথিবীর কোথাও নেই। আমরা নিজেরাই প্রবহমান তিনটি নদীকে ধ্বংস করছি। ডেকে আনছি মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়।

ওয়াসা তিনটি নদী দূষণের কারণ অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত করেছে। তদন্ত রিপোর্টে নদী দূষণের জন্য ওয়াসা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, শিল্প কারখানার বর্জ্য, স্থানীয় জনগণকে দায়ী করা হয়েছে।

ওয়াসার চীফ ইঞ্জিনিয়ার কাজী মোহাম্মদ শীষকে প্রধান করে একটি কমিটি করা হয়েছে। কমিটি সম্ভাব্য করণীয় নিয়ে শীঘ্রই একটি সেমিনারের আয়োজন করবে। চীফ ইঞ্জিনিয়ার কাজী মোহাম্মদ শীষ ২০০০কে বলেন, নদীগুলো দূষণের জন্য ওয়াসা একমাত্র দায়ী নয়। আংশিক দায়ী। ডিসিসি, শিল্প বর্জ্যও পানিকে দূষণ করছে। এলাকার পরিবেশ উন্নয়নের সাথে জড়িত হয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠান। সম্ভাব্য করণীয় নিয়ে শীঘ্রই মতবিনিময় সভার আয়োজন করবে। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের মাধ্যমে কেন পানি নদীতে নির্গত করা হয়নি? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ওয়াসার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট রয়েছে। তরল বর্জ্য পড়ায় আগেই স্যুয়ারেজ সিস্টেম ব্লেক করা হয়েছে। বারোগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আশরাফুল ইসলাম বুলবুল ২০০০কে বলেন, আমরা আজ বারো গ্রামের লোক সংঘবদ্ধ। এলাকার পরিবেশ উন্নয়নে যে কোনো কর্মসূচি নিতে পারি। আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে।

গত এক যুগ ধরে দূষণ হয়ে চলেছে ঢাকার এক প্রান্তের খরস্রোতা তিনটি নদী। পরিবেশ অধিদপ্তর নদী তিনটির দূষণ নিয়ে কখনই কোনো জরিপ চালায়নি। পরিবেশবিদদের আশংকা, নদী দূষণ প্রতিরোধ করতে না পারলে শীঘ্রই বারোগ্রাম এলাকায় মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দেবে। ছড়িয়ে পড়বে মাহামারি।

গড়ে উঠছে সচেতনতা

নদী দূষণের প্রভাব নিয়ে এলাকাবাসী ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠেছে। তারা বারোগ্রাম উন্নয়ন পরিষদের ব্যানারে নদী দূষণ রোধে গড়ে তুলছে আন্দোলন। বারোগ্রাম উন্নয়ন পরিষদ ১২ মার্চ ত্রিমোহনীতে নদী দূষণ রোধে সমাবেশের আয়োজন করে। বারোগ্রাম উন্নয়ন পরিষদকে সহযোগিতা করে বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আনিসুর রহমান,

নদীর দুষিত পানিতে চলছে গোসল। ছড়িয়ে পড়ছে চর্মরোগ